OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 34
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 26 - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রামায়ণ কাহিনির আলেখ্যে রাজপরিবারের রাজনীতি

ড. সুধাময় ভুঁই
সহকারী অধ্যাপক, বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ
Email ID: bhuinsudhamoy@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Ramayana, Rama, Kaikeyi, Bharata, Royel throne, Family, Politics.

Abstract
The Ramayana is a compilation of multiple narratives, among which the exile of Rama is one of the most significant events. This incident later becomes the central driving force of the Ramayana story. Kaikeyi's greed is often blamed for Rama's fourteen-year exile after he gave up his claim to the throne. However, it was not the action of a single individual; rather, Rama became a victim of internal conflict within the royal family and the politics of the household. It was not merely a sudden accident. Hints of conspiracy surrounding the throne had long existed within the narrative of the Ramayana. Those involved in politics never remained idle; each tried in their own way to seize power. In this political game, Kaikeyi outmaneuvered all the strategies of the opposition single-handedly and ultimately smiled with the victory of a successful player.

Discussion

রামায়ণ জাতীয় মহাকাব্য। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনমানস এই কাব্যের রসধারায় স্নাত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র মূল সংস্কৃত কাব্যটিই নয়, বিভিন্ন ভাষাভাষী কবি সাহিত্যিকেরাও রামায়ণ কাহিনিকে উপজীব্য করে শ্রোতাসকলকে সঞ্জীবিত করে চলেছেন। রামায়ণের এই অমোঘ আকর্ষণের কারণ একদিকে যেমন কাহিনির গ্রন্থিবন্ধন অন্যদিকে মহাকাব্যোচিত সাহিত্যিক উৎকর্ষ। তাত্ত্বিক সমালোচকদের দৃষ্টিতে মহাকাব্যের সাহিত্যিক গুণ-সকল রামায়ণে বর্তমান। মহাকাব্যের বিষয় ও উপাদান সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকদের নানা সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া যায়। আধুনিককালে পাশ্চাত্য সমালোচকেরাই অবশ্য সে সম্পর্কে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবে পাশ্চাত্য সমালোচকদের আলোচনার পূর্বেই মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশ করেছিলেন প্রবীণ ভারতীয় চিন্তাবিদেরা। চতুর্দশ শতকের ব্যক্তি আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন—

"সদ্বংশক্ষত্রিয়ো বাহপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ।।
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোহপি বা।"[১]

অর্থাৎ, কুল-শীল সম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজারা হবেন মহাকাব্যের নায়ক। প্রাচ্য চিন্তাবিদ বর্ণিত মহাকাব্যের অন্যান্য লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যুদ্ধের প্রসঙ্গও লক্ষ করা যায়। সুতরাং মহাকাব্যের কাহিনি সাধারণত আবর্তিত হয় রাজা বা সিংহাসনের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 34
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে। স্বাভাবিকভাবেই যার মধ্যে এসে পড়ে রাজনীতি। বাল্মীকি রচিত মহাকাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু, বাল্মীকির রচনার মূলকথাবস্তু রাজনীতি মাত্র! খুঁজে দেখা আবশ্যক। সৌভাগ্যের বিষয় হল - বাল্মীকি রামায়ণের কথাবস্তুর সারীভূত রূপ অন্বেষণ করা খুব একটা দুরূহ বিষয় নয়। আদিকাব্যের প্রথম কাণ্ডেই তার আভাস পাওয়া যায়। আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গের নয় ও দশ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—

> "তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্...
> জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ।।"[২]

শ্লোকের উৎপত্তির কারণরূপে বর্ণনাটি প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বে খ্যাত হয়ে আছে। রাম-কাহিনির বীজরূপে এই ঘটনার বর্ণনা বলে সমালোচকেরা মনে করে থাকেন। এখানে স্পষ্টতই ইঙ্গিত করা হয়েছে রামায়ণ কাব্যের নায়কের বিরহবিধুরতার কথা। কবিকল্পিত আবশ্যম্ভাবিতাকে রূপায়িত করতে এসে পড়েছে পারিবারিক রাজনীতির উপক্রম। তবে বিষয়টির ব্যাখ্যা এতটাও সরল নয়। রামায়ণের কাব্যনির্মাণ কৌশল আসলে বহুস্তরীয়। মহাকাব্যের মত বিশাল কাহিনি বয়ন করার জন্য যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ফলে বহুস্তরীয় বিষয় ও রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছে রামায়ণী কাহিনিতে। মহাকাব্যের মহৎ ভাব ও বিশালতা প্রকাশের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত সামাজ-ব্যবহারের বিকল্প কোনো কিছুই হতে পারে না। কেননা মহাকাব্য একটি সমগ্র জাতিকে একটি সম্পূর্ণ যুগকে নিজের মধ্যে ধারণ করে থাকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি এই ভাব ও বিষয়কেই তাই মুখ্যরূপে অবলম্বন করেছে। রামায়ণের কাহিনি উৎসারের পিছনে যেমন আর্য-প্রাগার্য বা ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ রাজনীতির প্রচ্ছন্ন ছায়া রয়েছে, তেমনি কাহিনিতেও এসেছে তিনটি বিরুদ্ধ সভ্যতার সংঘাত-সংঘর্ষ ও ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যেই রাজনীতি। শুধু শত্রুর সাথে সমরনীতি; নিরপেক্ষ অথবা বন্ধুভাবাপন্নদের সাথে কূটনীতির বিস্তার নয়— রাজপরিবারের অভ্যন্তরের ক্ষমতা দখলের রাজনীতিও আদিকাব্যকে দিয়েছে এক অন্য মাত্রা।

বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণম্' মহাকাব্যের কাহিনিকে ভিত্তি করে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও নির্মিত হয়েছে বহু ভাষা-রামায়ণ। মূল কাহিনি-কাঠামো এক থাকলেও পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহে এসেছে পরিবর্তন। প্রত্যেক ভাষা-রামায়ণকার রাম-কাহিনির নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন নিজস্ব সময়, সমাজ ও মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে। বাংলা ভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদক, জনপ্রিয়তম বাঙালি রামায়ণকার কৃত্তিবাস। রামায়ণের অনুবাদ করতে গিয়ে ভাষিক অনুবাদকের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন তিনি। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাসের হাত ধরেই রামকাহিনির বাঙালীকরণ ঘটেছিল। আমাদের কাছে যা 'শ্রীরামপাঁচালী' নামে পরিচিত। এই কাব্যে বাঙালি সমাজ, বাংলার লোকাচার, সংস্কার ও ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য যেমন মূর্ত হয়েছে, তেমনই খুঁজে পাওয়া যায় সমাজনীতি, সামাজিক চেতনা ও চরিত্রের বিশেষ মনোভাব। সমালোচকদের মতে কৃত্তিবাসের অনুবাদে বেশি করে উঠে এসেছে বাঙালি সমাজ পরিবারের কথা। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কৃত্তিবাসের রচনায় বাদ পড়েনি রাজনীতি প্রসঙ্গ। এখন প্রশ্ন হল, রাজনীতি বলতে আমরা কী বুঝব? রাজনীতি কি শুধু দেশের শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল; না অতিরিক্ত কিছু। ক্ষমতার দখল বা রাজ্য চালনার আভাধানিক অর্থ ছাড়িয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজনীতি শব্দটি আজ যেকোনো অভিপ্রায় সিদ্ধ করার কৌশলকে ব্যক্ত করে। লোক-সমাজের সমস্ত কিছুই তাই রাজনীতিসম্পৃক্ত। সেদিক থেকে বৃহত্তর এবং আভিধানিক দুই প্রকারের রাজনৈতিক উপাদানই মূল রামায়ণ কাহিনিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকির 'রামায়ণম্' - মহাকাব্যের শ্রেণিভুক্ত; সুতরাং সেই মানদণ্ডেই তা বিচার্য। এই বিচারে জাতীয় এই মহাকাব্যের রাজনীতি-অসম্পৃক্ত হওয়াটাই হত বিস্ময়কর। অন্যদিকে কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী'তে লৌকিক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বেশি পরিমাণে। সেই প্রেক্ষিতে কৃত্তিবাসী কাহিনিতে কতটুকু রাজনীতির উপাদান রয়েছে তা বিচার্য বিষয়।

সভ্যতা গঠনের ঊষালগ্ন থেকেই সামাজিক জীব মানুষ ওতপ্রোতভাবে রাজনীতি সম্পৃক্ত। এমনকি সভ্যতা গঠনের পূর্বের গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষেরাও এই প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়েছিল। Wikipedia তে রাজনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "Politics is the set of activities that are associated with making decision in groups, or the forms of power relations among individuals, such as the distribution of status or resourses."[৩]

সুতরাং রাজনৈতিক চেতনা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। সামাজিক জীবরূপে সচেতন বা অবচেতনভাবে সে এই প্রবৃত্তি দ্বারাই চালিত হয়। রাজনীতি নিরপেক্ষ মানুষ বা চরিত্র সম্ভব নয়। সাহিত্য যেহেতু সমাজবদ্ধ মানুষের আখ্যান, তাই সাহিত্যের

উপজীব্য মানবচরিত্র ও তাঁর আচরণগত রাজনীতি। আমাদের আলোচ্য রামায়ণ কাহিনির সংহতি এমনই যে, পরিণতির জন্য রাজনৈতিক উপাদান সামগ্রিকভাবে অনিবার্য। সেই কারণে ধর্মভিত্তিক রামায়ণসমূহের কবিরাও নিজেদের রচনাকে রাজনীতি-প্রভাবমুক্ত করতে পারেননি। তবে সেখানে যুক্ত হয়েছে ঘটনার বিশ্লেষণ। কৃত্তিবাসের কাব্যেও তাই অবধারিত ভাবে এসে পড়েছে রাজনীতি।

দ্বিতীয় কথাটি হল, কবির কাব্য রচনার পিছনে সক্রিয় থাকে সমকালীন সময় ও সমাজ। কৃত্তিবাসও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর রামায়ণ রচনার অন্যতম আভিপ্রায় ছিল বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা থেকে হিন্দুদের উত্তরণের চেষ্টা। ফলে 'শ্রীরামপাঁচালী'-ও রাজনীতি অসম্পৃক্ত কোনো কাব্য নয়; বরং রাজনীতির ক্ষেত্র বহুমাত্রিক ভাবে উঠে এসেছে কৃত্তিবাসের কাব্যে। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় অযোধ্যার রাজপরিবারের পারিবারিক রাজনীতি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচলিত সংস্করণ লক্ষ করলে প্রথমেই বিষ্ণুর চারঅংশে প্রকাশ শীর্ষক কাহিনি পাওয়া যায়। যেখানে রামরূপে বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই অংশে রাবণ বধের জন্য জন্মের পূর্বেই রামের বনবাস যাত্রার ভবিষ্যৎ নির্দেশিত হয়েছে।

"পিতৃসত্যপালনার্থ যাইবেন বন।
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।।"[৪]

বিষ্ণুর এই মন্ত্রণার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ রাজনীতির বীজ। বাল্মীকি রামায়ণে ক্রৌঞ্চ বিরহ কাহিনিতে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আদিকবি, তাকে অন্যভাবে স্পষ্টভাষায় পরিজ্ঞাত করালেন বাঙালি কবি। সম্ভাবনাময় ঘটনার যে যে বীজ বালকাণ্ড বা আদিকাণ্ডে উপ্ত হয়েছে, তা অঙ্কুরিত হয়েছে অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনিতে। তবে প্রদীপ প্রজ্বলনের পূর্বে সলতে পাকানোর কাজটি অবশ্য আগেই সম্পন্ন হয়েছে— শম্বর বধের পর অসুস্থ দশরথকে কৈকেয়ীর সারিয়ে তোলার মাধ্যমে। কৃতজ্ঞ দশরথ বলেন—

"বরমাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।"[৫]

কৌশলী মন্থরার পরামর্শে তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় পারিবারিক রাজনীতির পর্বটি। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কুব্জার পরামর্শমত কৈকেয়ী প্রয়োজনের জন্য তা সঞ্চিত রাখেন। দশরথের নখের ভেতরের ব্রণ সারিয়ে তোলার পরও কৈকেয়ীকে আবার বলতে শুনি—

"দুই বারে দুই বর থাক তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই।।"[৬]

কৈকেয়ীর দুটি বর চাওয়ার প্রসঙ্গ বাল্মীকির কাহিনিতে বিদ্যমান। সেখান থেকেই বিষয়টি সম্ভবতঃ গ্রহণ করেছেন কৃত্তিবাস। তবে কি পারিবারিক রাজনীতির ক্ষেত্রটি অনুবাদের সূত্রেই নিজের কাহিনিতে এনেছিলেন বাঙালি রামায়ণকার? নিজস্ব সমাজ, সময় ও পারিবারিক জীবনচিত্রের দ্বারা তিনি যে প্রভাবিত হননি একথা বলা যাবে না। বাল্মীকি রামায়ণে দশরথ যতটা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন কৃত্তিবাসের দশরথকে তার কাছাকাছিও অবস্থান করতে দেখা যায় না। তবে কৈকেয়ী চরিত্রটি এখানে বেশ সক্রিয় ও রাজনৈতিক চিন্তাশীল হয়ে উঠেছে। কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে কৃত্তিবাস কাহিনির গ্রন্থনা করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকালেই দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন—

"তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতস্ত্বয়া।।
তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে।"[৭]

একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাল্মীকির কৈকেয়ীর মনে সেই সময় কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেনি। কারণ দশরথ তখন শম্বরের কাছে আহত হয়ে পলায়নপর। দশরথের প্রাণনাশ বা পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল শিরোপরি। সেই পরিস্থিতিতে প্রত্যুৎপন্নমতি কৈকেয়ী তাই এড়িয়ে গেছেন বিষয়টি। তাছাড়া কুঁজী মন্থরাও তখন অনুপস্থিত। ফলে শলা-পরামর্শের কোনো প্রশ্নই আসে না। স্থান-কাল বিবেচনা করে সরলভাবেই কৈকেয়ী সরে এসেছিলেন সেই প্রসঙ্গ থেকে। কৈকেয়ীর মনোভাবের আরও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় রামের অভিষেকের খবর শোনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায়। সেই খবর শুনে উৎফুল্লা কৈকেয়ী দিব্য আভরণ দিয়ে মন্থরাকে বলেছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 26 - 34
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি।।"[৮]

অর্থাৎ, আমি রাম ও ভরতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। যেহেতু রাজা রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। মন্থরাকে রামের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ করতে না বলে কৈকেয়ী আরো মন্তব্য করেছেন—

"যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োহপি রাঘবঃ।
কৌশল্যাতোহতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু।।"[৯]

ইতর দাসী মন্থরার কু-মন্ত্রণায় দুই রামায়ণেই কৈকেয়ীর মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হতে দেখা যায়। কিন্তু কৈকেয়ীই এখানে পারিবারিক রাজনীতির শিকার। কারণ অভিষেকের প্রস্তুতির মধ্যেই একটি সন্দেহজনক রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভরতের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য দশরথের ত্বরা, অভিষেকের অনুষ্ঠানে কেকয়রাজ অশ্বপতিকে আমন্ত্রণ না জানানো ছাড়াও পরিবারের সদস্যদের মনোভাবও ছিল বিরূপ। রাজ্যাভিষেকের সময় নিয়ে বলতে গিয়ে দশরথ রামকে জানিয়েছেন—

"বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তে কালো মতো মম।।"[১০]

অর্থাৎ, ভরত এখন রাজধানী ছেড়ে প্রবাসে, এই অবকাশে তোমার অভিষেক হওয়া ভালো। রামকেও এর কোনো প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। এর পরেও দশরথ রামকে জানান—

"সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য সমন্ততঃ।"[১১]

দশরথ কার থেকে রামের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখেছেন? এর কোনো স্পষ্টতা রামায়ণে নেই। তবে অযোধ্যাধিপতি যখন বলেন—

"ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্যাণ্যেবং বিধানি হি।"[১২]

তখন কৈকেয়ী শিবিরের প্রতি যে তিনি ইঙ্গিত করেছেন তা বুঝতে বাকি থাকে না।

রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিঘাতে কৌশল্যা সেভাবে প্রবেশ করেনি। কৈকেয়ীর সাথে তাঁর সরাসরি বাক্-বিতণ্ডার কোনো চিত্র বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে নেই। তবে অন্তঃপুরের রাজনীতির আঁচে তিনি যে হাত সেঁকেছিলেন তা বোঝাই যায়। রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শোনার পর রামকে আশীর্বাদ করে তিনি বলেন—

"জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তাঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়।"[১৩]

'রামায়ণ কথা' গ্রন্থে সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> "তাঁর (কৌশল্যার) কথায় নিপুণভাবে বাদ পড়েছেন কৈকেয়ী। কৌশল্যা ও সুমিত্রা ছাড়া অন্তপুরে আর কি কেউ সুখী হবেন না? কৌশল্যা ভাবছেন কৈকেয়ী শত্রুপক্ষ। দশরথ ভাবছেন কৈকেয়ীর পিতৃকুল শত্রুপক্ষ।"[১৪]

এমনকি তিনি রামকে বলেন— 'হতাস্তে পরিপন্থিনঃ' অর্থাৎ, তোমার শত্রুপক্ষেরা নিপাত যাক। এখানে আপাত সুশীলা কৌশল্যার মনের গহীন অন্ধকারের দিকটি কিছুটা প্রকটিত হয়েছে। অন্তঃপুর রাজনীতির এই ঘোলাজল সম্পর্কে বাঙালি কবি কৃত্তিবাসও বলেছেন—

"কত শত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু, কেবা মিত্র, কেবা তাহা জানে।"[১৫]

দীর্ঘকালব্যাপী দশরথের কাছে উপেক্ষিত থাকা কৌশল্যার মনের সংগোপনের ক্ষোভ রাজনীতির ক্ষেত্রটিকে জারিত করেছে। অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার কথায় এই দিকটি ফুটে উঠেছে। রামকে তিনি বলেছেন—

"অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা"[১৬]

আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়েছেন, তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর থেকেও অধিক নিকৃষ্ট করে রেখেছেন। উপেক্ষিত হতে থাকার ক্ষোভকে কৌশল্যা প্রশমিত করতে চেয়েছেন পুত্রের সৌভাগ্যের উদয়ে। দীর্ঘকাল মনের মধ্যে এই বাসনাকে লালন করে চলেছেন তিনি। রামের অধিকারে রাজলক্ষ্মী ও নিজে রাজমাতা হয়ে একচ্ছত্র ক্ষমাতার লিপ্সা যে কৌশল্যার মধ্যে ছিল না— তা তাই বলা যাবে না। রামের সম্মুখে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

"ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।
অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতিরামাস্থিতং ময়া।।"[১৭]

দশরথের রাজত্বের সময়কার অপমান ও ক্ষোভ তিনি রামের রাজত্বপ্রাপ্তিতে মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কীভাবে? রাজমহলে প্রজ্ঞামানিনী কৈকেয়ীর সদর্প উপস্থিতি কি তাঁর মনে শেলের মতো বিঁধত না? তখন কি জেগে উঠত না প্রতিশোধস্পৃহা। কৌশল্যা সরাসরি না বললেও তাঁর কথায় অনেকবারই কৈকেয়ীর প্রতি পোষিত দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতে দেখা যায়। রামের চোদ্দ বছরের বনবাস ও ভরতের রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তির খবরে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে পিতাকে বন্দী এমনকি বধ করতে চাইলে কৌশল্যা তা সমর্থন করে—

"ভ্রাতুস্তে বদতঃ লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে।।"[১৮]

রামায়ণ কথা গ্রন্থে অমলেশ ভট্টাচার্য স্পষ্টতই মন্তব্য করেছেন—

> "স্পষ্টতই এখানে কৌশল্যা রামকে বিদ্রোহ করতে বলছেন। লক্ষ্মণকে সম্মতি দিচ্ছেন। তাঁর নিজের স্বামীকে বন্দী করতে। রাজপ্রাসাদের অন্তর্বিপ্লবের ধূমায়িত বহ্নি তাঁর দুই চোখে ... অযোধ্যায় বুঝি এবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। বৃদ্ধ পিতার বুকের রক্তে বুঝি পুত্রের হাত লাল হয়ে উঠবে।"[১৯]

তবে শুধু দশরথ বা কৌশল্যা নয়, রাম এমনকি সীতার মনেও কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি সন্দিগ্ধ মনোভাব লক্ষ করা গেছে। বনগামী রাম সীতাকে তার কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন—

"সোহহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্।
ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথথ্যঃ কদাচন"[২০]

একই সময়ে কৈকেয়ী ও ভরত সম্পর্কে অনাস্থাপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্মণের সাথে কথাবার্তার সময়ও তিনি ব্যক্ত করেছেন—

"সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপাস্যাশ্বপতেঃ সুতা।
দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্।।
ন স্মরিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাঞ্চ সুদুঃখিতাম্।
ভরতো রাজ্যমাসাদ্য কৈকেয্যাং পর্য্যবস্থিতঃ।।"[২১]

মাঝখানে সরযূ, গঙ্গা, যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ঘটে গেছে ভরতের রামকে সসম্মানে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে যাওয়ার ঘটনা, পিতৃসত্য পালনে ভরতের বনবাস যাপনের ইচ্ছা, রামের পাদুকা নিয়ে তপস্বীর মত জীবনযাপনের অঙ্গীকারও— সমস্ত কিছুই সবার বিদিত। বনবাস জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ, সীতাহরণ, বানরকুল এবং বিভীষণের সাথে সখ্য, লঙ্কায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সবংশে রাবণ বধ ও সীতাউদ্ধারের মত ঘটনাও ঘটে গেছে রামের জীবনে। বিরহের দুঃসহ যাতনা, যুদ্ধের রিরংসতা ও মৃত্যুর হিমশীতল বিচ্ছিন্নতা তাঁর জীবনকে তোলপাড় করেছে অনেকখানি। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সঞ্চয় করেছেন তিনি। এতদিন বাইরে ভরত ও কৈকেয়ীর সাথে অমায়িক ব্যবহার করলেও নিজের মনের চিন্তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারেননি রাম। এর পরও কি অন্তঃকরণকে শুদ্ধশীল করতে পারলেন? –তা মনে হয় না! বনবাস জীবনের অন্তে অযোধ্যায় আসার প্রাক্কালে নাহলে তাঁকে কেন বলতে হয়—

"এতচ্ছ্রুত্বা যমাকারং ভজতে ভরতস্ততঃ।
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্ব্বং যচ্চাপি মাং প্রতি।।"[২২]

অর্থাৎ, দূতের কাছে রাম ভরতের ইঙ্গিত, মুখের চেহারা, দৃষ্টি ও কথাবার্তা দ্বারা মনের ভাব জানতে বলেছেন। সুখময় ভট্টাচার্য তাই মন্তব্য করেছেন—

> “রামের এই সন্দেহও যেন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অবশ্য, লৌকিক ব্যবহারে এইপ্রকার সন্দেহ-পোষণ বিচক্ষণতাও হইতে পারে।”[২৩]

অন্যদিকে অরণ্যকাণ্ডে মানসিক উৎকণ্ঠায় এক দুর্বল মুহূর্তে সীতাও ভরতের প্রতি তার মনে লুকিয়ে থাকা গোপন ভাব প্রকাশ করে ফেলেছেন—

“প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা।
তন্ন সিদ্ধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।”[২৪]

যে সীতা ধৈর্য, সংযম ও সারল্যের প্রতিমূর্তি তার এহেন মন্তব্য পারিবারিক রাজনীতির ধূমায়িত ক্ষেত্রটিকেই প্রকট করে।

আমরা দেখেছি যে, কৈকেয়ীকে দশরথের বরপ্রদানের পূর্ব-ইতিহাসের বিষয় বর্ণনায় কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করেননি। কিন্তু পারিবারিক রাজনীতির এই সুযোগ ছাড়তে চাননি কৃত্তিবাস। তাই দশরথ সুস্থ হওয়ার পর কৈকেয়ীকে বর দিতে চাইলে সেই শান্ত পরিবেশেও সাথে সাথে বর গ্রহণ করেননি তিনি। কুঁজী মন্থরার সাথে পরামর্শ করে নিয়েছেন কৃত্তিবাসের কৈকেয়ী, এবং কুঁজীর পরামর্শ মতই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছেন অমোঘ এই অস্ত্র। শুধু একবার নয়, দুটি ভিন্ন ক্ষেত্র, ভিন্ন প্রসঙ্গ ও ভিন্ন সময়ে একই নীতি অবলম্বন করেছেন ‘শ্রীরামপাঁচালী’-র কৈকেয়ী। ফলে বিষয়টিকে ঘটনার আকস্মিকতা বা চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে মেনে নেওয়া যায় না। এখানে সুচিন্তিত ভাবেই কবি যুক্ত করেছেন পারিবারিক রাজনীতির প্রসঙ্গ। সপত্নীদের সাথে একই ছাদের তলায় সংসার করা এক কামিনী নারীর পক্ষে স্বামীর এই অঙ্গীকার যেন এক ব্রহ্মাস্ত্র। উপযুক্ত সময়ের জন্য সেই অস্ত্র আস্তিনে রেখেছেন তিনি। আসলে কৃত্তিবাসী রামায়ণে দশরথের অন্দরমহলের পরিবেশ যেন সতীন সমস্যা জর্জরিত কুলীন জমিদার পরিবারের বাস্তব চিত্র। লোক-অভিজ্ঞ ও সমাজ-অভিজ্ঞ কবির এই সমস্ত জমিদারপত্নীর মনের অভিলাষ ও আশঙ্কার কারণ ভালোমতোই জানা ছিল। সময়ের প্রেক্ষিতে চরিত্রগুলিকে তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে তাদের কামনা-বাসনা-ষড়যন্ত্র—বাদ যায়নি কোনো কিছুই।

দুই রামায়ণের কাহিনিতে চরিত্রগত ভাবনা এবং প্রেক্ষিতগত আরো অনেক পার্থক্যই বিদ্যমান। রাজ-ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র বা রাজনীতির সূত্রপাত ঘটেছে অনেক আগেই। তবে কৈকেয়ী নন, রাজা দশরথ এর হোতা। পুত্র উৎপাদনকারী যজ্ঞীয় চরু বিতরণের ঘটনায় যার প্রকাশ। যজ্ঞীয় চরুর ভাগটি দুই রামায়ণে ভিন্নতর। বাল্মীকি রামায়ণে দশরথের চরু বিভাজনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক পরিপক্বতার আভাস। তিন ভার্যা থেকে চারজন পুত্র হবে জেনে দশরথ সম্পূর্ণ চরুর অর্ধাংশ কৌশল্যাকে দেন। বাকি অর্ধাংশের অর্ধেক অর্থাৎ মোট পায়েসের এক চতুর্থাংশ প্রথমে দিয়েছেন সুমিত্রাকে। অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশের অর্ধেক অর্থাৎ মোট পায়েসের এক অষ্টমাংশ দেন কৈকেয়ীকে। পায়েসের বাকি অংশটুকু পুনরায় তিনি সুমিত্রাকে দেন। সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

> “অনুচিন্ত্য” কথাটি বাল্মীকি বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন। যদিও যজ্ঞের প্রসাদের পরিমাণের উপর কিছু নির্ভর করে না। কণামাত্র প্রসাদও সমান মাহাত্ম্য ও সমান কল্যাণকর। তাই প্রসাদের কমবেশি পরিমাপ নিয়ে চিন্তা করাটা অনাবশ্যক। দশরথের মনের দ্বিধা অন্য কারণে।”[২৫]

কৈকেয়ীর পুত্রকে হীনবল করার প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই দশরথের মধ্যে ছিল। ক্ষমতাদখল ও স্ত্রী-ঈর্ষাজনিত রাজনীতির প্রেক্ষিতটিকে কৃত্তিবাস আদিকাণ্ডে আরও রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপনের পর দশরথের যজ্ঞলব্ধ চরু বিভাজনের বর্ণনায় আমরা দেখি—

“কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁর মুখ্যা দুই রাণী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি।।
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে।।”[২৬]

বঞ্চিতা হতভাগ্য সুমিত্রার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নিজের অংশ থেকে তাকে একভাগ পায়েস দেন কৌশল্যা। আনন্দিত সুমিত্রা বলে ওঠেন—

"সুমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর।
মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর।।"[২৭]

সপত্নী ও তাঁর ভাবী পুত্রের এই সৌভাগ্য সহ্য করতে পারেননি কৈকেয়ী। ভবিষ্যতের রাজনীতির অঙ্গরূপে নিজের চরু থেকে একাংশ সুমিত্রাকে দিয়ে সেও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়।

"সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি।।
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী হবে সেই জন।।"[২৮]

রামায়ণে পারিবারিক রাজনীতির চূড়ান্ত ক্ষেত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে অযোধ্যাকাণ্ডে। রাজনীতির যে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে পরবর্তী কাহিনিকে। যুযুধান দুই শিবিরের লক্ষ্য সিংহাসন এবং রাজ-ক্ষমতা। এক পক্ষে একা দাঁড়িয়ে ভরত জননী কৈকেয়ী অন্যশিবিরে রাজা দশরথ ও অন্যরা। প্রথম থেকেই রামের রাজ্যাভিষেকের পক্ষে রাজনৈতিক কূটচাল চেলে গেছেন দশরথ। প্রতিপক্ষকে সূচ্যগ্র রাজনৈতিক জমিও ছাড়তে চাননি তিনি। যজ্ঞীয় চরু বিভাজনের ঘটনাতেও প্রধানা মহিষী কৌশল্যার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ও কৈকেয়ীর প্রতি বিপক্ষসুলভ মনোভাব লক্ষ করলাম আমরা। অথচ অন্দরমহলে দশরথকে সবথেকে বেশি সময় ধরে যার সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যায়, তিনি কৈকেয়ী। যুবতী কৈকেয়ীর সাথে বৃদ্ধ রাজা দশরথের ঘনিষ্ঠতার কানাঘুষো অন্তঃপুরে কান পাতলেই শোনা যায়। কৈকেয়ীপুত্র ভরতই একস্থলে মন্তব্য করেছেন—

"রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠম্ ইহাম্বায়া নিবেশনে।"[২৯]

আবার দশরথের কৈকেয়ীর বিষয়ে আকর্ষণ সম্পর্কে মন্থরার পর্যবেক্ষণ— "তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ" অর্থাৎ, তোমার (কৈকেয়ীর) প্রীতির নিমিত্ত রাজা প্রাণও ত্যাগ করতে পারেন। ঘনিষ্ঠতার কথা আরও বেশি করে উঠে এসেছে কৈকেয়ীর সপত্নী কৌশল্যার বক্তব্যে। রামায়ণে একাধিকবার এই আক্ষেপ বা অভিযোগ করেছেন তিনি।

অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনিতেই আমরা দেখি দশরথ রামের অভিষেক করতে চেয়েছেন ভরতের অনুপস্থিতিতে। এমনকি সেই অনুষ্ঠানে ডাক পাননি দশরথের নিকট আত্মীয় কেকয়রাজও। অথচ অভিষেকের অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে রাজারা অযোধ্যায় এসে উপস্থিত। মিথিলাধাপতি জনককেও সেই ভিড়ে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজনীতি অভিজ্ঞ দশরথ সন্তর্পণে সমস্ত ঘুঁটি সাজিয়েছিলেন। যে সব দিক থেকে বাধা আসার সম্ভাবনা ছিল তার সমস্তই তিনি অপনয়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাধ সাধল মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ীর কূটনীতি। রামের সিংহাসন প্রাপ্তির পক্ষে ন্যায় ও নীতিসম্মত অনেক যুক্তির কথা বলেছেন দশরথ। যেগুলির সবকটিই অকাট্য। রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ কূটনীতি। রামায়ণের কাহিনিতে কূটনীতির প্রথম চাল কিন্তু কৈকেয়ী চালেন নি, চেলেছেন রাজা দশরথ। কাহিনির মধ্যে আমরা দেখি, ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠিয়ে রামের অভিষেক সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন তিনি। এমনকি উপস্থিত সভাসদ ও অন্যান্য গণ্যমান্য রাজাদের দিয়ে তার অনুমোদনও করিয়ে নিয়েছেন ভবিষ্যৎ অনিষ্ট নিবারণের পরিকল্পনায়। কিন্তু ভরতের অনুপস্থিতিতেই ইক্ষ্বাকু বংশের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন সেরে ফেলতে চান দশরথ? পুত্র ভরতের স্বভাব-চরিত্র যে তাঁকে এইরূপ সিদ্ধান্তে বাধ্য করিয়েছে, এমনটা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কারণ, ভরত সম্পর্কে দশরথ স্বয়ং মন্তব্য করেছেন—

"কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।।"[৩০]

আবার অন্য এক স্থলে তাঁকে বলতে শুনি—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।"[৩১]

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে নিজস্ব অভিপ্রায়কে নিঃশঙ্কভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য এই সাবধানতা অবলম্বন করেছেন তিনি। দশরথকে তা স্বীকার করতেও দেখি আমরা।—

"কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতাঞ্চ ধর্ম্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব।।"[৩২]

রামের অযোধ্যায় উপস্থিতি এবং ভরতের অনুপস্থিতি সম্ভাবনাকে অনেকটা পিছিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি কৈকেয়ী। আসলে পারিবারিক রাজনীতিতে বাজি জেতার জন্য সংখ্যাধিক্য নয়, প্রয়োজন সময়-সুযোগমত কূটনীতির প্রয়োগ। দশরথ ও তিন'শ একান্নজন সতীনের বিপক্ষে থেকেও ভরতের অনুকূলে পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছেন কৈকেয়ী। তাঁকে উপেক্ষা করে দশরথের পক্ষে কোনো কাজই যে সম্ভব নয়, তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। যে রাজনৈতিক জমি থেকে তিনি উৎখাত হতে বসেছিলেন প্রায় একার কৃতিত্বেই সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হয়েছেন। দশরথের দীর্ঘদিনের লালিত সুনিপুণ পরিকল্পনায় একার হাতে জল ঢেলে দিয়েছেন। কাম-পীড়িত মানুষকে বশ করার মোক্ষম উপায় জানা ছাড়াও কৈকেয়ীর কাছে শানিত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অপূর্ব জ্ঞান। দশরথকে সামনে রেখে রামের প্রতি তাঁর সুনিপুণ রাজনীতিকের মত আচরণ, বিরুদ্ধ কোনো স্বরকে উঠতে দেয়নি। এভাবেও যে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল করে নেওয়া যায় তা দেখিয়েছেন কৈকেয়ী। কৈকেয়ী সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুখময় ভট্টাচার্য তাই মন্তব্য করেছেন—

"বৈধব্য, লোকনিন্দা প্রভৃতি কিছুতেই কৈকেয়ী অনুতপ্তা নহেন। পুত্র নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবে এবং তিনি স্বয়ং রাজমাতার সম্মান লাভ করিবেন—এই সুখের স্বপ্নেই কৈকেয়ী বিভোর হইয়া আছেন।"[৩৩]

পারিবারিক রাজনীতির এই ক্ষেত্রটিতে কৌশল্যা সেভাবে সপ্রভ নয়। বরং দশরথের প্রতি অধিকার বোধের প্রশ্নে কৃত্তিবাসের রাম কৌশল্যার দিকেই আঙুল তুলেছেন —

"তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতারে।
তবে কেন এত পাপ ঘটিবে তোমারে"[৩৪]

রাজনৈতিক পাশাখেলায় কৈকেয়ী জয়ী হলেও জয়ের সুখ-স্বাদ আস্বাদনের সৌভাগ্যসুখ তাঁর বেশি কাল স্থায়ী হয়নি। অযোধ্যায় ফিরে আসার পর নিজের রাজত্ব প্রাপ্তির খবর শুনে ভরত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। মাতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে অভিবাদন করতেও দেখি না আমরা। বরং হয়েছে তার বিপরীত। ভরতের কাছে থেকে কৈকেয়ীর কপালে জুটেছে তিরস্কার। ভরতের এই আচরণে আসলে লুকিয়ে আছে বৃহত্তর স্বার্থ ও রাজনীতি। রাজ্যশাসন ও কূটনীতি সম্পর্কে দক্ষ ভরতের বিচক্ষণতাবোধের প্রশংসা করতে হয়। অমাত্যগণ ও প্রজাসাধারণের প্রতিকূলতায় রাজ্যশাসন যে সুখের হবে না তা বোঝার মত জ্ঞান ভালোরকমের ছিল ভরতের। রাজনীতির ঘোলাজলে ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ না করে তাই ন্যায়, নীতি, শ্রদ্ধা, সম্মানবোধ বজায় রেখে সুমহান পারিবারিক ও ভারতীয় ঐতিহ্যের বিজয় চিহ্ন অঙ্কন করেছেন নিজের চরিত্রের মাধ্যমে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, 'মহাকাব্য জিজ্ঞাসা', দে'জ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৯
২. বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃ. ৭
৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Politics#
৪. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৮ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ২
৫. তদেব, পৃ. ৪১
৬. তদেব, পৃ. ৪২
৭. বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), তদেব, পৃ. ১৫৬
৮. তদেব, পৃ. ১৫৩
৯. তদেব, পৃ. ১৫৪
১০. তদেব, পৃ. ১৪৬
১১. তদেব, পৃ. ১৪৬
১২. তদেব, পৃ. ১৪৬

১৩. তদেব, পৃ. ১৪৭
১৪. ভট্টাচার্য, অমলেশ, 'রামায়ণ কথা', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৮৮
১৫. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), তদেব, পৃ. ৮৭
১৬. বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), তদেব, পৃ. ১৯৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৯৩
১৮. তদেব, পৃ. ১৯৫
১৯. ভট্টাচার্য, অমলেশ, 'রামায়ণ কথা', তদেব, পৃ. ১২১
২০. বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), তদেব, পৃ. ২০৯
২১. তদেব, পৃ. ২১৯
২২. তদেব, পৃ. ১২১৪
২৩. ভট্টাচার্য, সুখময়, 'রামায়ণের চরিতাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৩, পৃ. ৭৩
২৪. বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), তদেব, পৃ. ৪৮৮
২৫. ভট্টাচার্য অমলেশ, 'রামায়ণ কথা', তদেব, পৃ. ৯৫
২৬. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), তদেব, পৃ. ৫১
২৭. তদেব, পৃ. ৫১
২৮. তদেব, পৃ. ৫২
২৯. বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), তদেব, পৃ. ৩১১
৩০. তদেব, পৃ. ১৪৬
৩১. তদেব, পৃ. ১৬৮
৩২. তদেব, পৃ. ১৪৬
৩৩. ভট্টাচার্য, সুখময়, 'রামায়ণের চরিতাবলী', তদেব, পৃ. ২৪৭
৩৪. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), তদেব, পৃ. ৯৬